তারিখ ... 8 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ...

প্রথম আলো

পবিপ্রবি বিশ্ববিদ্যালয়

ইমাদুল হক প্রিন্স

ছায়াঢাকা মায়াঘেরা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর। নানা প্রজাতির পাখির কিচিরমিচির সুর। শহরের কোলাহল মুক্ত। সবুজের বুকে রঙবেরঙের সুউচ্চ দালান। প্রকৃতির এমন মনোলোভা সৌন্দর্যমণ্ডিত পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানটি আজ পদার্পণ করতে যাচ্ছে ১৭ বছরে। পটুয়াখালী জেলা শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার উত্তরে এবং বরিশাল বিভাগীয় শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের ৫ কিলোমিটার পূর্বে দুমকী উপজেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে ৮৯.৯৭ একর জমির ওপর অবস্থিত পবিপ্রবি ক্যাম্পাস।

৯০-এর দশকে দক্ষিণাঞ্চলবাসীর প্রাণের দাবি হয়ে ওঠে ওই কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার। এ লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন পরিষদ। পরিষদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৮ সালের ১৫ মার্চ সরকার পটুয়াখালী কৃষি কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের ঘোষণা প্রদান করে এবং ২০০০ সালের আজকের এই দিনে (৮ জুলাই) পটুয়াখালী কৃষি কলেজের অবকাঠামোতেই পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০১ সালের ১২ জুলাই জাতীয় সংসদে পবিপ্রবি আইন পাস হয়। ক্যাম্পাসের উত্তর-পশ্চিমাংশে অত্যাধুনিক ছাত্রছাত্রী হল শোভা পায়। এর পাশেই রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং মসজিদের পাশেই রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বা হেলথ কেয়ার সেন্টার। এর উল্টো দিকে রয়েছে গ্রন্থাগার ভবন। মূল ক্যাম্পাসের পূর্বদিকে পীরতলা বাজার পেরোলেই ৩৭ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত কৃষি গবেষণা খামার এবং এম কেরামত আলী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র হল। এখানে আরও রয়েছে 'সৃজনী বিদ্যানিকেতন' নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক-মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে সাতটি অনুষদে দুই হাজার ৫১২ জন ছাত্রছাত্রী, ২৩৫ শিক্ষক, ১৩০ কর্মকর্তা ও ৩৮৭ জন কর্মচারী রয়েছেন। এখানে উচ্চতর ডিগ্রি হিসেবে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে। কৃষি অনুষদ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে দেশ ও জাতির সময়োপযোগী চাহিদা পূরণে বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হয়েছে ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (বিবিএ), কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) অনুষদ, অ্যানিমেল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন (এএনএসভিএম) অনুষদ, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুষদ ও খাদ্য এবং পুষ্টি বিজ্ঞান অনুষদ ও ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অনুষদ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল লাইব্রেরিতে ৫৫ হাজারেরও বেশি বিভিন্ন ধরনের বই, ইন্টারনেট ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক ভলিউম ও সাময়িকী রয়েছে।

দিবস

দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম ২০০২ সালে স্নাতক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা চালু করা হয়। হাতে-কলমে শিক্ষাদানের জন্য এখানে রয়েছে ৩২টি সমৃদ্ধ গবেষণাগার বা ল্যাবরেটরি।

বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য দেশবরেণ্য কৃষি বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মো. হারুনর রশীদ বলেন, একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ তৈরি করাই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি-আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিলাভের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

পবিপ্রবির কাছে দক্ষিণাঞ্চলবাসীর অনেক প্রত্যাশা। এর ছাত্রছাত্রীর চোখে অনেক স্বপ্ন। সে প্রত্যাশা পূরণ এবং সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব এর শিক্ষক-কর্মকর্তা ও ছাত্রছাত্রীদেরই নিতে হবে। দক্ষতা, কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততায় দীক্ষিত হোক এ ক্যাম্পাসের সব কার্যক্রম, ধাবিত হোক জাতীয় উন্নয়নের মহাসরণিতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক-কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীর এটাই কামনা।

শাখা কর্মকর্তা, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়